সিএসও সদস্যের উদ্যোগে অপহৃত কিশোরী উদ্ধার:

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার পাটকেলঘাটা ইউনিয়নের নগরঘাটা গ্রামের ১৭ বছর বয়সী ২০২৬ ব্যাচের এসএসসি পরিক্ষা দিয়েছে, সাহানারা দীর্ঘদিন ধরে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কদমতলা গ্রামের রাকিবুল ইসলামের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। সাহানারার পরিবার তাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং পড়াশোনারত হওয়ায় বিয়ে দিতে রাজি ছিল না। এরই মধ্যে রাকিবুল তার চাচাতো বোন লিজার মাধ্যমে, যিনি সাহানারার সঙ্গে একই কোচিং সেন্টারে পড়তেন, পরিচয়ের সুযোগ কাজে লাগিয়ে কৌশলে সাহানারাকে অপহরণ করে নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। সাহানারার পিতা, একজন দরিদ্র ভ্যানচালক, মেয়েকে না পেয়ে আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজনদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান না পেয়ে তিনি চরম উদ্বেগ ও অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন।

ঘটনাটি শুক্রবার সংঘটিত হওয়ায়, থানায় বিষয়টি প্রত্যাশিত গুরুত্ব পাচ্ছিল না। এতে পরিবারটি আরও হতাশ হয়ে পড়ে। এমন সংকটময় সময়ে সাতক্ষীরা সদর উপজেলা সিএসও সদস্য ও সাংবাদিক আসাদুজ্জামান মধু বিষয়টি জানতে পেরে দ্রুত ভুক্তভোগী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বিলম্ব না করে পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় শুরু করেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ঘটনাটির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং দ্রুত উদ্ধার অভিযানের জন্য নিরলসভাবে তদবির চালিয়ে যান। তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ, কার্যকর সমন্বয় এবং অব্যাহত ফলো-আপের ফলে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ ঘটনাটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান পরিচালনা করে।

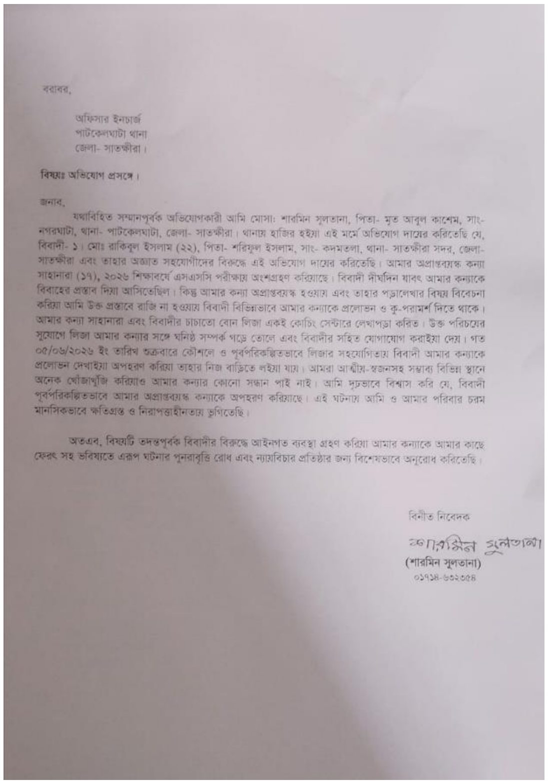

বরাবর,

অফিসার ইনচার্জ
পাটকেলঘাটা থানা
জেলা- সাতক্ষীরা।

বিষয়ঃ অভিযোগ প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক অভিযোগকারী আমি মোসাঃ শারমিন সুলতানা, পিতা- মৃত আবুল কাশেম, সাং- নগরঘাটা, থানা- পাটকেলঘাটা, জেলা- সাতক্ষীরা। থানায় হাজির হইয়া এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করিতেছি যে, বিবাদী- ১। মোঃ রাকিবুল ইসলাম (২২), পিতা- শরিফুল ইসলাম, সাং- কদমতলা, থানা- সাতক্ষীরা সদর, জেলা- সাতক্ষীরা এবং তাহার অজ্ঞাত সহযোগীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করিতেছি। আমার অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যা সাহানারা (১৭), ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়াছে। বিবাদী দীর্ঘদিন যাবৎ আমার কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আমার কন্যা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় এবং তাহার পড়ালেখার বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি উক্ত প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বিবাদী বিভিন্নভাবে আমার কন্যাকে প্রলোভন ও কু-পরামর্শ দিতে থাকে। আমার কন্যা সাহানারা এবং বিবাদীর চাচাতো বোন লিজা একই কোচিং সেন্টারে লেখাপড়া করিত। উক্ত পরিচয়ের সুযোগে লিজা আমার কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং বিবাদীর সহিত যোগাযোগ করাইয়া দেয়। গত ০৫/০৬/২০২৬ ইং তারিখ শুক্রবারে কৌশলে ও পূর্বপরিকল্পিতভাবে লিজার সহযোগিতায় বিবাদী আমার কন্যাকে প্রলোভন দেখাইয়া অপহরণ করিয়া তাহার নিজ বাড়িতে লইয়া যায়। আমরা আত্মীয়-স্বজনসহ সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও আমার কন্যার কোনো সন্ধান পাই নাই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বিবাদী পূর্বপরিকল্পিতভাবে আমার অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে অপহরণ করিয়াছে। এই ঘটনায় আমি ও আমার পরিবার চরম মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছি।

অতএব, বিষয়টি তদন্তপূর্বক বিবাদীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আমার কন্যাকে আমার কাছে ফেরৎ সহ ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত নিবেদক
শারমিন সুলতানা
(শারমিন সুলতানা)
০১৭১৪-৬৩২৩৫৪

এই সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, সেদিন রাতেই পুলিশ অভিযুক্তের বাড়ি থেকে সাহানারাকে নিরাপদে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং তাকে তার মায়ের জিম্মায় ফিরিয়ে দেয়। পরবর্তীতে উভয় পক্ষ আত্মীয়স্বজন হওয়ায় এবং ভুক্তভোগী কিশোরী নিরাপদে পরিবারের কাছে ফিরে আসার পর, আইনগত প্রক্রিয়ার পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে আপোষ-মীমাংসা করা হয়।

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, একজন সক্রিয় ও দায়িত্বশীল সিএসও সদস্যের সময়োপযোগী উদ্যোগ, প্রশাসনের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় এবং ধারাবাহিক ফলো-আপ একটি সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে দ্রুত ইতিবাচক ফলাফল নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আসাদুজ্জামান মধুর উদ্যোগের ফলে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরী নিরাপদে উদ্ধার

হয়ে পরিবারের কাছে ফিরে আসে এবং ভুক্তভোগী পরিবার প্রয়োজনীয় সহায়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। এই ঘটনাটি কমিউনিটি, সিএসও এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বিত উদ্যোগের একটি সফল উদাহরণ।